বিসিএস (পি৬০ এফটিসি) কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

BCS (P60 FTC) Cooperative Society Ltd.

এর

উপ-আইন

বিসিএস
পি৬০
এফটিসি কো অপারেটিভ
সোসাইটি লিমিটেড

নিবন্ধন নং. ১৯

তারিখ. ২৫/০৯/২০১৮ খ্রি.

সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২, ২০১৩) ও সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ অনুযায়ী প্রণীত।

বিসিএস (পি৬০ এফটিসি) কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

এর

উপ-আইন

(সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২, ২০১৩) অনুসারে নিবন্ধনকৃত)

এই উপআইন সমূহ .....
.....
..... কর্তৃক সংশিত করা হইয়াছে এবং আমার
কার্যালয়ে সমবায় সমিতি আইন/২০০১ অনুযায়ী যথাযথ ভাবে নিবন্ধিত
হইয়াছে।

জেলা সমবায় অফিসার

রেজিষ্ট্রেশন নং ২৭
তারিখ ২৫/০২/১৮

অধ্যায়-১: প্রারম্ভিক

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনামঃ এই উপ-আইন বিসিএস (পি৬০ এফটিসি) কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর উপ-আইন নামে অভিহিত হইবে।

২। সংজ্ঞাঃ বিষয় বা প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই উপ-আইনেঃ

ক) "আইন" বলিতে সমবায় সমিতি আইন ২০০১ ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বুঝাইবে এবং "বিধিমালা" বলিতে সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ ও উহার পরবর্তী সংশোধনীসমূহ বুঝাইবে।

খ) "উপ-আইন" বলিতে বিসিএস (পি৬০ এফটিসি) কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর উপ-আইন বুঝাইবে।

গ) "নিবন্ধক" বলিতে সমবায় অধিদপ্তরের নিবন্ধক ও মহাপরিচালক এবং তাঁহার নিকট হইতে সাধারণ বা বিশেষ আদেশ দ্বারা ক্ষমতা প্রাপ্ত ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

ঘ) "সমিতি" বলিতে বিসিএস (পি৬০ এফটিসি) কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড কে বুঝাইবে।

ঙ) "বিসিএস" বলিতে বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস বুঝাইবে।

চ) "পি৬০ এফটিসি" বলিতে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত পি৬০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সের প্রশিক্ষণার্থীদেরকে বুঝাইবে।

ছ) "বিপিএটিসি" বলিতে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকা কে বুঝাইবে।

সমিতির নাম ও ঠিকানা

৩। সমিতির নামঃ এই সমিতির নাম: বাংলায় "বিসিএস (পি৬০ এফটিসি) কোঅপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড" এবং ইংরেজিতে "BCS (P60 FTC) Cooperative Society Limited" হইবে।

৪। সমিতির ঠিকানাঃ (১) সমিতির নিবন্ধনকৃত অফিস হইবেঃ- জিপি গ-৯৫, ওয়ারলেস গেট, মহাখালী, ঢাকা।

(২) সমিতির ঠিকানা পরিবর্তন করিতে হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সিদ্ধান্তক্রমে নিবন্ধক-কে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে এবং উপ-আইন সংশোধন করিতে হইবে।

সদস্য নির্বাচনী এলাকা ও কর্ম এলাকা

৫। সমিতির সদস্য নির্বাচনী এলাকাঃ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত পি৬০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

৬। সমিতির কর্ম এলাকাঃ ~~ঢাকা জেলার মধ্যে~~ সীমাবদ্ধ। সাভার, বনানী, রামপুরা, উত্তরা, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল এর মধ্যে সীমাবদ্ধ।

সমিতির স্লোগান এবং লগো

৭। স্লোগানঃ আস্তায় অটল, লক্ষ্যে অবিচল।

৮। লগোঃ সবুজ শান্তিময় আবাসন, লাল তেজদীপ্ত সূর্য উদয় এবং স্বর্ণালী ভবিষ্যতের মাঝে প্রাণোচ্ছল শিশুর প্রজাপতির সাথে নিরন্তন ছুটে চলা।

বিসিএস পি৬০ এফটিসি কো অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড

লগো

* সদস্য ব্যতিত ঋণ প্রদান ও আমানত গ্রহন করা যাবে না।
* এমএলএম (MLM) কার্যক্রম করা যাবে না।
* হুন্ডী, লোনসাট ও ডিমান্ডিনোট বিজ্ঞাপন প্রচার করা যাবে না।
* সমবায় সমিতি আইন/০১, বিধিমালা/০৪ ও নিবন্ধকের সার্কুলার পরিপন্থি কোন কাজ করা যাবে না।
* কোন শাখা খোলা যাবে না।

সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

৯। সমিতি গঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

ক) মুখ্য উদ্দেশ্যঃ

১) সমবায় সংগঠনের মাধ্যমে সদস্যদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন।

২) সমিতির সদস্যগণের জন্য আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত আবাসন সুবিধা নিশ্চিত করা।

৩) সদস্যদের সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে মূলধন গঠন এবং উপ-আইনের আওতায় সদস্যদের আর্থিক সেবা দান নিশ্চিত করা।

৪) কৃষিজাত, শিল্প পণ্য ও সেবাপণ্য উৎপাদন এবং বিপণনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধরণের সৃজনশীল প্রকল্প গ্রহণ ও বাস্তবায়ন।

৫) সদস্যদের জন্য নিত্যব্যবহার্য দ্রব্যাদি ক্রয় এবং ন্যায্য মূল্যে বণ্টনের ব্যবস্থা করা।

৬) আইনগত ও বৈধ অন্য যেকোন প্রকার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ।

খ) উপরোল্লিখিত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দেশের প্রচলিত আইন প্রতিপালনপূর্বক সমিতি প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করবে।

১০। আবাসন প্রকল্পঃ

এটি বিসিএস (পি৬০ এফটিসি) কো-অপারেটিভ সোসাইটি লিমিটেড এর একটি বৃহৎ এবং স্বপ্নবিলাসী প্রকল্প। এ প্রকল্পের আওতায় সদস্যদের জন্য কম্পোজিট সোসাইটির আদলে একটি আবাসন এলাকা গড়ে তোলার পরিকল্পনা রহিয়াছে। এখানে বিশ্বমানের খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও বিনোদনের সকল প্রকার সুযোগ- সুবিধাসহ একটি মনোরম আবাসিক এলাকা গড়িয়া উঠিবে।

এ প্রকল্পের সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যসমূহ হইল ঃ

ক) সদস্যদের মধ্যে আত্মিক এবং সামাজিক সম্পর্ক মজবুত এবং হৃদ্যতা বৃদ্ধি করা;

খ) উক্ত আবাসন প্রকল্পটিকে একটি রোল মডেল প্রকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা;

গ) সংগঠনের সভ্যদের আর্থিক সামর্থ্যকে বিবেচনায় রেখে যৌক্তিক ব্যয়ে আধুনিক ও উন্নত মানের আবাসন ব্যবস্থা নিশ্চিত করা;

১১। সীলমোহরঃ ব্যবস্থাপনা কমিটির সমিতি পরিচালনার জন্য একটি সাধারণ সীলমোহর থাকিবে।

অধ্যায়–২: সমিতির সদস্যপদ

১২। সমিতির সদস্যপদের যোগ্যতাঃ (১) বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, সাভার, ঢাকাতে অনুষ্ঠিত পি৬০তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকারী প্রশিক্ষণার্থীগণ সমবায় সমিতি আইন এবং বিধিমালার শর্ত মোতাবেক এই সমিতির সদস্য হইতে পারিবেন।

(২) যাহারা সদস্য হইবেন তাহাদের প্রত্যেককেইঃ

ক) ৫০০ (পাঁচ শত) টাকা মূল্যের নিবন্ধন ফি দিতে হইবে।

খ) ১০০ (একশত) টাকার অন্তত ১০ (দশ) টি শেয়ার ক্রয়সহ শেয়ার মূল্যের সমপরিমাণ টাকা সঞ্চয় আমানত হিসেবে জমা করিতে হইবে।

গ) সদস্য তালিকা বহিতে প্রয়োজনীয় তথ্য প্রদানপূর্বক স্বাক্ষর বা টিপসই প্রদান করিতে হইবে।

ঘ) সমিতির উপ-আইন মানিয়া চলিবার লিখিত প্রতিশ্রুতি সম্বলিত আবেদন ফরম পূরণপূর্বক দস্তখত করিতে হইবে।

ঙ) নতুন সদস্য ভর্তির ক্ষেত্রে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন প্রয়োজন হইবে।

১৩। **সদস্যদের মনোনীত ব্যক্তিঃ** সমিতির প্রত্যেক সদস্য এমন একজন ব্যক্তিকে মনোনীত করিবেন, যিনি ঐ সদস্যের মৃত্যুর পর বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার শেয়ার এবং তৎসংক্রান্ত যাবতীয় অধিকার ও দায়-দায়িত্ব অর্জন করিবেন। সদস্য ইচ্ছা করিলে যে কোন সময় তাঁহার মনোনয়ন ব্যবস্থাপনা কমিটিকে লিখিতভাবে অবহিতকরণপূর্বক পরিবর্তন বা বাতিল করিতে পারিবেন।

১৪। **সদস্যপদের অবসানঃ** নিম্নলিখিত কারণে সদস্যপদের অবসান হইবেঃ

ক) সমবায় সমিতি আইন অনুযায়ী সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে, বা

খ) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক সদস্যপদ বাতিল ঘোষিত হইলে, বা

গ) আইন অনুযায়ী সমস্ত শেয়ার বাজেয়াপ্ত হইলে, বা

ঘ) আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা অপ্রকৃতস্থ ঘোষিত হইলে, বা

ঙ) সদস্যপদ প্রত্যাহার করিলে, বা

চ) সমস্ত শেয়ার হস্তান্তরিত হইলে, বা

ছ) সদস্যের মৃত্যু ঘটিলে।

১৫। **সদস্যপদ প্রত্যাহারঃ** কোন সদস্য যদি সমিতির নিকট ঋণী না থাকেন তাহা হইলে তিনি ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট সদস্যপদ ত্যাগের আবেদন করিতে পারিবেন। ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সদস্যপদ প্রত্যাহার সংক্রান্ত ব্যয় এবং সমিতির অন্যান্য পাওনা ও ব্যয় আদায় বা সমন্বয়ের পর ব্যবস্থাপনা কমিটি শেয়ার হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করিবেন। ব্যবস্থাপনা কমিটির অনুমোদন ব্যতিত শেয়ার হস্তান্তর করা যাইবে না। শেয়ার নতুন বা বর্তমান সদস্যদের মাঝে হস্তান্তর করা যাইবে। সমিতি কোন শেয়ার ক্রয় করিবে না।

১৬। **সদস্য বহিস্কার ও অপসারণঃ** (১) ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার বিবেচনায় যদি কোন সদস্য এই আইন, বিধিমালা, উপ আইন এবং সমিতি কর্তৃক প্রণীত অন্য কোন নিয়ম লঙ্ঘন করেন, সমিতির লক্ষ্য উদ্দেশ্যের পরিপন্থি কাজে জড়িত থাকেন অথবা রাষ্ট্র ও সরকার বিরোধী কাজে জড়িত থাকেন বা সমিতির লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও সংহতি নষ্ট হওয়ার আশংকা দেখা দেয়, তাহা হইলে ৭ (সাত) দিনের মধ্যে লিখিত জবাব প্রদানের সুযোগ ও সদস্যের আবেদনের প্রেক্ষিতে যুক্তিসঙ্গত শুনানি গ্রহণপূর্বক সদস্যপদ রহিত করা যাইবে।

নিম্নোল্লিখিত কাজসমূহ সমিতির উদ্দেশ্য পরিপন্থি বলে বিবেচিত হইবে-

(ক) পরপর তিন মাস সমিতির সঞ্চয় জমা না দেয়া।

(খ) সমিতির ব্যাপারে নেতিবাচক প্রচারণা চালানো বা নেতিবাচক কাজে নিজে অংশ গ্রহন করা।

(গ) সমিতি কর্তৃক গৃহিত সিদ্ধান্তের অবমাননা করা।

(ঘ) কোন যুক্তিসংগত কারণ ব্যতিরেকে সমিতির সভায় উপস্থিত না হওয়া, বা ব্যবস্থাপনা কমিটিকে তাহার সভায় উপস্থিত না হইবার ব্যাপারে যথা সময়ে (সভা আরম্ভ হওয়ার ২৪ ঘন্টা পূর্বে) স্ব-উদ্যোগি হইয়া কারন ব্যাখ্যা না করা। যুক্তিসংগত কারণ বলিতে ব্যবস্থাপনা কমিটির দৃষ্টিতে তাহা যুক্তিযুক্ত হইতে হইবে এবং এ ব্যাপারে ব্যবস্থাপনা কমিটির ব্যাখ্যা চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সদস্যপদ রহিত হইলে বা সদস্যপদের যোগ্যতা হারাইলে উক্ত সদস্যকে ব্যবস্থাপনা কমিটি পরবর্তী সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যপদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

(৩) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত সদস্যপদ বাতিল সংক্রান্ত ব্যয় এবং সমিতির অন্যান্য পাওনা ও ব্যয় আদায় বা সমন্বয়ের পর ব্যবস্থাপনা কমিটি শেয়ার হস্তান্তরের অনুমতি প্রদান করিবেন। শেয়ার নতুন বা বর্তমান সদস্যদের মাঝে হস্তান্তর করা যাইবে। সমিতি কোন শেয়ার ক্রয় করিবে না।

১৭। সমিতির সদস্যগণের অধিকার ও দায়বদ্ধতাঃ

ক) সদস্যগণের অধিকারঃ সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা ৩৬ হইতে ৪১ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর ধারা ৮৭ হইতে ৯১ পর্যন্ত প্রযোজ্য হইবে।

খ) সদস্যদের দায়ঃ সমিতির দেনার জন্য সদস্যগণ স্ব-স্ব কর্তৃক ক্রয়কৃত শেয়ারের হার পর্যন্ত দায়ী হইবেন।

গ) প্রত্যেক সদস্যকে প্রতি বছর সঞ্চিত অস্থায়ী আমানতের ন্যূনতম আশি শতাংশ (৮০%) স্থায়ী আমানত তথা শেয়ারে রূপান্তর করিতে হইবে।

ঘ) সময়ে সময়ে সমিতি কর্তৃক নির্ধারিত ন্যূনতম পরিমান শেয়ার ক্রয় করা।

ঙ) পর পর ০৩ (তিন) মাস কোন সদস্য সঞ্চয় জমা না দিলে উক্ত সদস্যের সদস্যপদ সাময়িকভাবে রহিত হইবে। সদস্যপদ রহিত হইলে উক্ত সদস্যকে ব্যবস্থাপনা কমিটি পরবর্তী সাধারণ সভার অনুমোদন সাপেক্ষে সদস্যপদ হইতে অপসারণ করিতে পারিবে।

চ) ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত জরিমানা প্রদান ও বকেয়া সঞ্চয় জমাদান সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত সদস্যের সদস্যপদ রহিত সংক্রান্ত আদেশ বাতিলপূর্বক সদস্যপদ বহালের সিদ্ধান্ত প্রদান করিবেন।

ছ) প্রতিনিধি মনোনয়নঃ ব্যবস্থাপনা কমিটি এই সমিতির কেন্দ্রীয় বা জাতীয় সমিতিতে সদস্যদের মধ্য হইতে এক/একাধিক সদস্যকে প্রতিনিধিত্ব করিবার জন্য মনোনয়ন দিবেন।

অধ্যায়-৩: মূলধন সৃষ্টি, ব্যবহার এবং কেন্দ্রীয় সমবায়

১৮। মূলধন সৃষ্টির উপায়ঃ সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা এবং এই উপ-আইনের বিধান মান্য করিয়া নিম্নলিখিতভাবে সমিতির মূলধন সংগ্রহ করা যাইবেঃ

ক) শেয়ার বিক্রয়;
খ) সদস্যদের নিকট হইতে সঞ্চয় আমানত সংগ্রহ;
গ) তফশিলভুক্ত ব্যাংক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠান হইতে ঋণ গ্রহণ ;
ঘ) সরকার বা অন্যত্র হইতে অনুদান বা ঋণ গ্রহণ;
ঙ) সমিতির অনুমোদিত কার্যক্রম হইতে আয়;
চ) প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্যপুর্ণ অন্য যেকোন উপায়ে।

১৯। অনুমোদিত শেয়ার মূলধনঃ

(ক) সমিতির অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের পরিমাণ হইবে ১০০,০০,০০,০০০ (একশত কোটি) টাকা এবং প্রতিটি শেয়ার মূল্য হইবে ১০০ (একশত) টাকা।

(খ)সমিতির কোন সদস্য অনুমোদিত শেয়ার মূলধনের ২০ শতাংশ বা (১/৫) অংশের অধিক শেয়ার ক্রয় করিতে পারিবেন না।

২০। মূলধন ব্যবহারের সীমাবদ্ধতাঃ-

(১) সমিতির মূলধন অবক্ষয় করিয়া কোন পরিচালন ব্যয় নির্বাহ করা যাইবে না।
(২) সংগৃহীত আমানতের বিপরীতে সমবায় আইন ও বিধিমালা মোতাবেক প্রয়োজনীয় তারল্য সংরক্ষণ করিতে হইবে।
(৩) অস্থায়ী আমানতের অর্থ দিয়ে জমি বা কোন স্থায়ী সম্পদ ক্রয় করা যাইবে না।

২১। **(ক) কেন্দ্রীয় সমিতি:** একই রকম লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পন্ন সমমনা সমযোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তি সমন্বয়ে গঠিত সমিতিসমূহের সাথে মিলিয়া কেন্দ্রীয় সমিতি গঠনের উদ্যোগ নেয়া।

(খ) কেন্দ্রীয় সমবায় ব্যাংক: কেন্দ্রীয় সমিতির মাধ্যমে একটি ক্যাডার অফিসার্স সমবায় ব্যাংক গঠনের উদ্যোগ নেয়া।

অধ্যায়-৪: সাধারণ সভা, প্রতিনিধি সভা ও ব্যবস্থাপনা

২২। **সাধারণ সভাঃ** সমবায় সমিতি আইন ও বিধিমালা মোতাবেক প্রতি বছর নির্দিষ্ট সময়সীমার মাঝে সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে। বিশেষ কারণে বিধি মোতাবেক বিশেষ সাধারণ সভা আহবান করা যাইবে।

২৩। **সাধারণ সভা অনুষ্ঠানঃ** সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ (সংশোধিত ২০০২ ও ২০১৩) এর ধারা ১৬ হইতে ১৭ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর ধারা ১৩ হইতে ২১ পর্যন্ত অনুসরণপূর্বক সাধারণ সভা বা বিশেষ সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হইবে।

প্রতিনিধি সভা

২৪। **(ক) প্রতিনিধি সভার গঠন:** পি৬০ তম বুনিয়াদি প্রশিক্ষণে অংশগ্রহনকারীগণের মধ্যে যেহেতু বিভিন্ন ক্যাডার এবং বিপিএটিসি এর অনুষদ সদস্য রয়েছেন সেহেতু তাহাদের সকলের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করণের লক্ষ্যে প্রত্যক ক্যাডার/ বিপিএটিসি অনুষদ থেকে ন্যূনতম একজন করে (একাধিক জনের ক্ষেত্রে আনুপাতিক হারে) সদস্য লইয়া ২৫ থেকে ৩৩ সদস্যের একটি প্রতিনিধিসভা থাকিবে। এই প্রতিনিধিগণ নিজ নিজ ক্যাডার থেকে নির্বাচিত বা মনোনিত হইবেন। এই কমিটির মেয়াদ ব্যাবস্থাপনা কমিটির মেয়াদের অনুরূপ হইবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি ভেঙ্গে যাওয়ার সাথে সাথেই উক্ত মেয়াদের প্রতিনিধিসভা বিলুপ্ত হবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠিত হইবার ১ (এক) মাস বা প্রথম সভাতেই একই ভাবে নতুন প্রতিনিধি সভা গঠন করিতে হইবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সদস্য পদাধিকার বলে প্রতিনিধিসভার সদস্য হইবেন এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যসহ মোট সদস্য সংখ্যা ২৫ থেকে ৩৩ জন হইবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য ব্যতিত প্রতিনিধিসভার অন্য সদস্যগণ ব্যবস্থাপনা কমিটির বর্ধিত সদস্য হিসেবে বিবেচিত হইবেন। প্রতিনিধি সভা বছরে কমপক্ষে ২টি সভার আয়োজন করিবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদাধিকার বলে যথাক্রমে উক্ত সভার সভাপতিত্ব ও সভা পরিচালনার কাজ করিবেন।

(খ) প্রতিনিধি সভার কাজ: সাধারণ সদস্য ও ব্যবস্থাপনা কমিটির মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধির মাধ্যমে সমিতির কাজকে অধিকতর গতিশীল করা ও প্রত্যেক ক্যাডার বা অংশের প্রতিনিধিত্ব করা।

সমিতির ব্যবস্থাপনা

২৫। **ব্যবস্থাপনা কমিটিঃ** (ক) সমিতি পরিচালনার যাবতীয় দায়িত্ব সমবায় সমিতি আইন, বিধিমালা ও উপ-আইন মোতাবেক ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট একটি ব্যবস্থাপনা কমিটির উপর ন্যস্ত থাকিবে। ১২ জন সদস্যের প্রত্যেক সদস্য ভিন্ন ভিন্ন ক্যাডারের সদস্য হবেন, এক ক্যাডারের একাধিক সদস্য কমিটিতে থাকিবেন না। সাধারণ সভায় সম্পাদনযোগ্য কাজ ব্যতীত সমিতির সকল কাজ ব্যবস্থাপনা কমিটি সম্পাদন করিবে। ব্যবস্থাপনা কমিটি বিধি দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতিতে ০৩ (তিন) বছরের জন্য নির্বাচিত হইবে। মেয়াদ পূর্তির শেষ ৩ (তিন) মাসের মধ্যে বিধি মোতাবেক পরবর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি গঠনের জন্য নির্বাচন সম্পন্ন করিতে হইবে। ১২ (বার) সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যগণ নিম্নলিখিত পদধারী হইবেনঃ-

১) সভাপতি- ০১ জন
২) সহ-সভাপতি- ০১ জন
৩) সম্পাদক-০১ জন
৪) যুগ্ম সম্পাদক- ০১ জন
৫) কোষাধ্যক্ষ- ০১ জন
৬) সদস্য- ০৭ জন

(খ) নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন সম্পন্ন করা না হইলে মেয়াদ পূর্তির সাথে সাথেই উক্ত কমিটি বিলুপ্ত হইবে এবং নিবন্ধক সমিতির সদস্য বা সরকারি কর্মচারিদের সমন্বয়ে ৯০ দিনের জন্য একটি অন্তর্বর্তী ব্যবস্থাপনা কমিটি নিয়োগ করিবেন।

(গ) নির্বাচিত ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের পদ কোন কারণে শূন্য হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটি উক্ত পদে নির্বাচিত হইবার যোগ্য সদস্যকে কো-অপ্ট করিয়া শূন্য পদ পূরণ করিবেন। কোন সদস্য তার দায়িত্ব পালনে অসমর্থ হইলে বা ছোট খাটো অজুহাত দিয়ে সভায় উপস্থিত হতে না চাহিলে তার উক্ত কাজ সমিতির উদ্দেশ্য পরিপন্থি বলে বিবেচিত হইবে। পরপর ৩ (তিন) টি সভায় কোন সদস্য উপস্থিত না থাকিলে ৩য় সভায় কোনরূপ কারনদর্শানো ব্যতিরেক তাহাকে অব্যহতি প্রদান করা হইবে এবং তৎতক্ষনাত উক্ত সভায় প্রতিনিধি সভা থেকে তদুপ একজন-কে কো-অপ্ট করা যাইবে।

২৬। **ব্যবস্থাপনা কমিটির নির্বাচন পদ্ধতিঃ** সমবায় সমিতি আইনের ধারা ১৮ (২) এবং বিধি ২২-৩৬ এর বিধান সাপেক্ষে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যগণ সাধারণ সভায় নির্বাচিত হইবেন।

২৭। **ব্যবস্থাপনা কমিটির ক্ষমতাঃ** ব্যবস্থাপনা কমিটি নিম্নরূপ কার্যাদি সম্পন্ন করিতে পারিবেন :-

ক) নতুন সদস্য ভর্তি;
খ) সাধারণ সভার অনুমোদনক্রমে আইন, বিধি ও উপ-আইনের বিধান মোতাবেক বর্তমান কোন সদস্যের বহিস্কার, সদস্যপদ স্থগিতকরণ অথবা জরিমানা;
গ) তহবিল উন্নিতকরণ;
ঘ) তহবিল বিনিয়োগ;
ঙ) সমিতির স্বার্থে মামলা দায়ের, পরিচালনা ও আপোষ করা;
চ) শেয়ার আবেদন নিষ্পত্তি করা;
ছ) হিসাব সংরক্ষণ ও হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণ;
জ) বিশেষ ধরণের কাজের জন্য উপ-কমিটি গঠন।

২৮। **সভাপতি ও সহ-সভাপতির ক্ষমতা ও কর্তব্যঃ-**

(ক) সভাপতি এবং কোন জরুরী প্রেক্ষিতে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সমিতির সহ-সভাপতি সমিতিতে অনুষ্ঠিত সকল সভার সভাপতিত্বকরবেন।

(খ) সমবায় আইন ও বিধি অনুযায়ী সমিতির সভাপতি এবং কোন জরুরী প্রেক্ষিতে সভাপতির অনুপস্থিতিতে সমিতির সহ-সভাপতি সাধারণ সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে সমিতির স্বার্থে সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল প্রকার ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবেন।

২৯। **সম্পাদকের ক্ষমতা ও কর্তব্যঃ-**

(ক) সমিতির কার্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার স্বার্থে সভাপতির সাথে পরামর্শক্রমে প্রয়োজন অনুযায়ী সমিতির ব্যবস্থপনা কমিটির সভা আহবান এবং সভা অনুষ্ঠানের কমপক্ষে ৪৮ (আটচল্লিশ) ঘন্টা পূর্বে সদস্যগণকে সভার কার্যক্রম অবহিতকরণ;

(খ) সমিতির ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট অথবা ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত কোন সদস্যের নিকট সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব যথাযথভাবে পরীক্ষা ও অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন;

(গ) সমিতির সকল প্রকার পরিচালনা খরচ এবং দৈনন্দিন অন্যান্য কার্যাদি।

৩০। **যুগ্ম সম্পাদকের ক্ষমতা ও কর্তব্যঃ**

(ক) সম্পাদক কে সকল কাজে সহযোগিতা করা;

(খ) সম্পাদকের অনুপস্থিতিতে সম্পাদকের যাবতীয় কার্যাদি সম্পাদন করা।

৩১। **কোষাধ্যক্ষের ক্ষমতা ও কর্তব্যঃ**

(ক) সমিতির সকল আয়-ব্যয়ের হিসাব সংরক্ষণ করিবেন।

(খ) নগদ অর্থ ও মূল্যবান সম্পদের ব্যবস্থাপনা ও হেফাজত করবেন।

৩২। **সদস্যের ক্ষমতা ও কর্তব্যঃ** কোন জরুরি পরিস্থিতিতে সভাপতি ও সহ-সভাপতি দু-জনের কেউই উপস্থিত হইতে না পারিলে সভার সভাপতিত্ব করা, সমিতির কার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদককে সহযোগিতা করা।

৩৩। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্যপদের বিলুপ্তিঃ** ব্যবস্থাপনা কমিটির কোন সদস্যের সদস্যপদের বিলুপ্তি হইবে, যদি

(ক) ব্যবস্থাপনা কমিটিতে নির্বাচিত হইবার যোগ্যতা বহাল না থাকে;

(খ) পদত্যাগ করিলে;

(গ) মৃত্যুবরণ করিলে;

(ঘ) এই উপ-আইনের ১৪, ১৫, ১৬ ও ২৫(গ) এর যেকোন ধারার লংঘন করেন।

৩৪। **ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাঃ**- সমিতির কার্য পরিচালনার জন্য প্রতি ০২ (দুই) মাসে কমপক্ষে একবার ব্যবস্থাপনা কমিটির সভা অনুষ্ঠান করিবে। সভা অনুষ্ঠান ৫ (পাঁচ) দিন পূর্বে আলোচ্যসূচিসহ নোটিশ প্রেরণ করিতে হইবে এবং সভা সমিতির কার্যালয়ে বা ব্যবস্থাপনা কমিটি নির্ধারিত সুবিধাজনক স্থানে অনুষ্ঠিত হইবে। কমিটির অর্ধেক সদস্য উপস্থিত থাকলে কোরাম হইবে। কোন সভায় আলোচ্যসূচি না থাকিলে তা লিখিতভাবে সকল সদস্যকে জানাইতে হইবে।

অধ্যায়-৫: উপসংহার

৩৫। **সমিতির বিরোধ নিষ্পত্তি পদ্ধতিঃ** ব্যবস্থাপনা কমিটি কর্তৃক কোন বিরোধ মীমাংসা করিতে না পারার ক্ষেত্রে সংক্ষুব্ধ সদস্য বা ব্যক্তি উহা নিষ্পত্তির জন্য নিবন্ধকের বরাবর উপযুক্ত কোর্ট ফি সংযুক্ত করিয়া ডিসপুট দায়ের করিতে পারিবেন। বিরোধ নিষ্পত্তিতে সমবায় সমিতি আইনের ধারা ৫০ থেকে ৫২ এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা ১১১ হইতে ১২২ পর্যন্ত অনুসরণ করিতে হইবে।

৩৬। **সম্পত্তি বিক্রয়, বিনিময়ের উপর বিধিনিষেধঃ**- সমিতির সদস্যগণ নিজেদের বসবাসের জন্য যে আবাসিক এলাকা গড়ে তুলবেন সেসমস্ত প্লট বা ফ্লাট ক্যাডার সার্ভিস এর সদস্য ব্যতিত কাহারো নিকট বিক্রয় বা ভাড়া প্রদান করা যাইবে না।

৩৭। **সমিতির অবসায়নঃ** সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর ধারা ৫৩ হইতে ৫৮ পর্যন্ত এবং সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর বিধি ১২৩ হইতে ১৩৭ পর্যন্ত অনুসরণপূর্বক সমিতির কার্যক্রম অবসায়নে ন্যস্ত করা যাইবে।

৩৮। **অভ্যন্তরীণ হিসাব নিরীক্ষা পদ্ধতিঃ-**
(ক) সমিতির ৩(তিন) সদস্য বিশিষ্ট অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষ থাকিবে এবং উক্ত ০৩ (তিন) সদস্য সাধারণ সভা কর্তৃক ০৩(তিন) বৎসরের জন্য মনোনীত হইবেন।
(খ) অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা কোষ কর্তৃক সমিতির আয়-ব্যয়ের হিসাব পরীক্ষা করিবেন এবং নিরীক্ষা প্রতিবেদন মন্তব্যসহ ব্যবস্থাপনা কমিটির নিকট পেশ করিবেন।

৩৯। **সংশোধনঃ** এই গঠনতন্ত্রের কোন বিষয়ের সংশোধন প্রয়োজন হইলে ব্যবস্থাপনা কমিটির সভার আলোচ্যসূচিতে তা অন্তর্ভুক্ত করিতে হইবে এবং উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনের ভিত্তিতে তাহা পাশ করিতে হইবে। উক্ত সংশোধনী অবশ্যই সেই বছরের বার্ষিক সাধারণ সভায় উপস্থিত সদস্যের দুই-তৃতীয়াংশের সমর্থনের ভিত্তিতে অনুমোদিত হইতে হইবে। অন্যথায় তাহা বাতিল হইয়া যাইবে।

৪০। **সাধারণঃ** (ক) যে সকল বিষয় সম্পর্কে এই উপ-আইনে কোন নির্দেশ বা বিধান নাই তাহা বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন ও বিধির নির্দেশ অনুসারে স্থির হইবে। যদি আইন ও বিধিতে উক্ত বিষয়ে কোন বিধান না থাকে, তাহা হইলে নিবন্ধকের অনুমোদন সাপেক্ষে ব্যবস্থাপনা কমিটি যেরূপ বিবেচনা করিবেন সেরূপ বিধান দিবেন।

(খ) এই উপ-আইনে যাহাই থাকুক না কেন, এই উপ-আইনের কোন অনুচ্ছেদ বা উপ-অনুচ্ছেদ সর্বশেষ সংশোধনীসহ বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন, ২০০১ এর কোন ধারা কিংবা বিদ্যমান সমবায় সমিতি বিধিমালা, ২০০৪ এর কোন বিধির সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ কিংবা সাংঘর্ষিক প্রমাণিত হইলে তাহা তৎক্ষনাত বাতিল ও অকার্যকর বলিয়া গণ্য হইবে এবং ঐ সমস্ত বিষয়াবলী বিদ্যমান সমবায় সমিতি আইন ও বিধি অনুযায়ী নিষ্পন্ন হইবে।

সমাপ্ত

আবেদনকারীগণের স্বাক্ষর বা টিপ সই

ক্র. নং	নাম	পিতা/স্বামীর নাম	স্বাক্ষর/ টিপ সই
১.	মোঃ সোহাগ হোসেন	মোঃ আব্দুল করিম	সোহাগ
২.	মোঃ কায়সার রিজভী কোরায়েশী	মোঃ আমিনুল হক	
৩.	মোঃ ওসমান গনি	মোঃ আব্দুল আজিজ খান	
৪.	মোঃ মেহেদী মাসুদ ফয়সাল	আবদুল মালেক	মো: মেহেদী মাসুদ ফয়সাল
৫.	মোঃ মোবারক হোসেন	আবদুল ফছির	মোঃ মোবারক হোসেন
৬.	মোঃ আব্দুল কাদের	মোঃ আবুল হাসান	মোঃ আব্দুল কাদের
৭.	মোঃ রেজাউল ইসলাম	আমির হোসেন হাওলাদার	মোঃ রেজাউল ইসলাম
৮.	মোঃ শরিফুল ইসলাম	মোঃ আব্দুল মাবুদ শেখ	মোঃ শরিফুল ইসলাম
৯.	মোঃ শাহাদত জামিল	মোঃ তাহের আলী	মোঃ শাহাদত জামিল
১০.	মল্লিকা রাণী দাশ	চন্দ্র শেখর দাশ	মল্লিকা রানী দাস
১১.	মনিরুল রোমেল	ফজলুল হক	Mhaque
১২.	ফরিদ আল আল মামুন	মোঃ আব্দুস ছালাম	Almamun
১৩.	মোঃ জোবায়ের রহমান রাশেদ	মোঃ জিয়াউর রহমান	মোঃ জোবায়ের রহমান রাশেদ
১৪.	মারজিয়া সুলতানা	মোঃ মেহরাব আলী	Marzia Sultana
১৫.	মোছাঃ আকলিমা খাতুন	মোঃ আশরাফ আলী	Akhima
১৬.	ফারহানা হোসেন	মোঃ মাহমুদুর রহমান সোহেল	ফারহানা হোসেন
১৭.	মোঃ রেজাউল করিম	সেক মোকসেদ আলী	মোঃ রেজাউল করিম
১৮.	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান	মোহাম্মদ ইয়াছিনুর রহমান	মোহাম্মদ মিজানুর রহমান
১৯.	মাসুমা জান্নাত	মোঃ আব্দুল মালেক খান	মাসুমা জান্নাত
২০.	মোঃ সাইফুজ্জামান	আব্দুস সালাম মৃধা	Saif

প্রতি স্বাক্ষর

আব্দুল ওয়াহেদ সরদার
অডিট অফিসার
ও
সহকারী পরিদর্শক
মেট্রোপলিটন থানা, সমবায় কার্যালয়
তেজগাঁও, ঢাকা।

(মোঃ আবদুর রহিম)
মেট্রোপলিটন থানা সমবায় অফিসার
তেজগাঁও, ঢাকা।